বাংলা ট্রিবিউন

অক্টোবর ০৩, ২০১৮

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ব্র্যাক মিডওয়াইফদের অনন্য সেবা

শেরিফ আল সায়ার

টি ক্লিনিকেও কাজ করছেন এই প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফরা। যার মধ্যে কুতুপালং কমিউনিটি ক্লিনিকও উল্লেখযোবিগত এক বছর ধরে বাংলাদেশ সরকারসহ দেশের সর্বস্তরের মানুষ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় পিছিয়ে নেই বেসরকাররি প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ থেকে পাসকৃত ১৪৮ জন ডিপ্লোমা গ্রাজুয়েট মিডওয়াইফ রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে বিভিন্ন সংস্থার হয়ে দক্ষতার সঙ্গে সেবা প্রদান করছেন। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যমতে গত ছয় মাসে এসকল মিডওয়াইফরা প্রায় ৩ হাজার ২০০টি সাধারণ ডেলিভারি করতে সক্ষম হয়েছেন।

মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট লক্ষ্য অর্জনে মাতৃমৃত্যু হার এবং শিশু মৃত্যু হার কমিয়ে আনতে কাজ করছে বাংলাদেশ সরকার। বর্তমানে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতেও সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফরাও কাজ করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে। যার ফলে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতেও কাজ করা বিভিন্ন দাতা সংস্থাগুলোতে চাহিদা তৈরি হয়েছে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফদের।

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এনআইপিওআরটি), আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) ও মার্কিন দাতা সংস্থা ইউএসএআইডি ‘বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও স্বাস্থ্যসেবা জরিপ ২০১৬’র প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে এখনও প্রতি লাখে ১৯৬ জন মায়ের মৃত্যু হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন উন্নয়ন দাতা সংস্থার সহায়তায় লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে যে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে এই সংখ্যাটি কমিয়ে আনতে হবে লাখে ৭০ জনে। আর এ জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফস।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার লক্ষ্যে নিয়েই ২০১২ সাল থেকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথের অধীনে যুক্তরাজ্য সরকারের অনুদান নিয়ে বছরের মিডওয়াইফারি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে। যার প্রেক্ষিতে এখন পাসকৃত প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফদের কাজের সুযোগও তৈরি হয়েছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে।

মিডওয়াইফারি কোর্স কো-অর্ডিনেটর মোসাম্মত শারমিন নিসা বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, পাঠ্যক্রমের কোর্স শেষ করার পর প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ছয় মাস বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকে কাজ করতে হয়। একই সঙ্গে নিজ হাতে ৪০টি শিশু ডেলিভারি সম্পন্ন করার পরই তাদের ডিপ্লোমার সনদ দেওয়া হয়।
শারমিন নিসা আরও বলেন, বর্তমান সময়ে সিজার অপারেশন করে বাচ্চা জন্মগ্রহণের বিষয়টি বেড়ে গেছে। আমাদের এই কোর্সটির আরও একটি মূল উদ্দেশ্য হলো- সিজার অপারেশনের হার কমিয়ে আনা। কারণ আমাদের এখানে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফসরা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ডেলিভারি করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ পরিচালিত ডেভেলপিং মিডওয়াইফস প্রজেক্টের অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট কাওসার আহমেদ বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, দেশের সাতটি অ্যাকাডেমিক সেন্টারে এখন পর্যন্ত ৮৫৯ জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪০০ জন ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স সম্পন্ন করেছে। যার মধ্যে ৩৯৭ জন বিএনএমসি’র লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছেন। ১৬১ জন সরকারি চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।

কাওসার আহমেদ আরও উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মিডওয়াইফ একটি নতুন পেশা। বর্তমান সময়ে এর মিডওয়াইফদের চাহিদা তৈরি হয়েছে।

কক্সবাজারের উখিয়ার মধুছড়ার চার নম্বর ক্যাম্পঘুরে দেখা যায় অধিকাংশ অন্তসত্ত্বা রোহিঙ্গা নারীরা সেখানে অবস্থিত হোপ ফাউন্ডেশনের হোপ ফিল্ড হসপিটাল ফর উইমেন থেকে সেবা নিচ্ছেন। যেখানে কাজ করছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা বেশ কয়েকজন মিডওয়াইফ।

মধুছড়া ক্যাম্পের একজন রোহিঙ্গা নারী তাইয়েবা খাতুনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, চারদিন আগে এই হাসপাতালে তার একটি ছেলে সন্তান জন্ম নিয়েছে ব্র্যাকের মিডওয়াইফদের সাহায্যে।

ওই হাসপাতালে তিনি কেমন সেবা পেয়েছেন জানতে চাইলে জানান, ডেলিভারির সময় সবাই তাকে সহযোগিতা করেছেন। তার বাচ্চা যেন স্বাভাবিকভাবে জন্মলাভ করতে পারে এ জন্য সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তাররা চেষ্টা করেছেন। তিনি এবং তার সন্তান এখন সুস্থ্য আছে।

শুধুমাত্র বেসরকারি দাতা সংস্থার হেলথ ক্যাম্পগুলোতেই নয়, সরকারি বিভিন্ন কমিউনিগ্য। যেখানে স্থানীয় নারীদের সেবা দেওয়ার পাশপাশি রোহিঙ্গা নারীদেরও সেবায় সহযোগিতা করা হয়। রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোর বিভিন্ন হেলথ সেন্টারগুলোতে মিডওয়াইফসদের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ইন্টারন্যাশনার অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)-এর ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার ড. মহিউদ্দিন এইচ খান জানান, সম্প্রতি যে পরিমাণ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তাদের মধ্যে প্রায় ৭০/৮০ হাজারের মতো নারী অন্তঃস্তত্ত্বা। তারাই মূলত সেবাগুলো পাচ্ছেন। ফলে মিডওয়াইফসদের একটা চাহিদা তৈরি হয়েছে। এখানে যে হেলথ কমপ্লেক্স এবং কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো আছে তাদের মাধ্যমে সেবা দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

মিডওয়াইফস প্রয়োজনের তুলনায় কী পরিমাণ আছে এমন একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। অনেকেই আসছেন কাজ করছেন। কিন্তু অন্য কোনও ভালো সুযোগ পেলে চলে যাচ্ছেন। শুরুর দিকে আমাদের ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদের নিতে হয়েছে তারপর প্রশিক্ষণ দিতে হয়েছে। চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যেই আমাদের মিডওয়াইফস লাগবে। নতুন করে যারা আসবেন তাদের আবার নতুন করে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শুধুমাত্র ডেলিভারি পরিচালনা করা তো বিষয় না। একই সঙ্গে দেখা যায় প্রতিটা কেইসে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকে আবার নিউনেটাল ম্যানেজম্যান্ট, কাউন্সিলিং, ফ্যামিলি প্ল্যানিং এসব সম্পর্কে একজন মিডওয়াইফকে ওরিয়েন্টেশন দিতে হয়।

এখন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আরও অনেক নারী নতুন করে অন্তসত্ত্বা হচ্ছেন সুতরাং মিডওয়াইফদের একটা বড় চাহিদা রয়েছে বলেও আইওএমের এই কর্মকর্তা উল্লেখ করেন।

কুতুপালং কমিউনিটি ক্লিনিকে কর্তব্যরত একজন মিডওয়াইফের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, প্রতিদিন এখানে ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন অন্তসত্ত্বা নারী আসছেন। তাই এখানে আরও মিডওয়াইফ প্রয়োজন।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রকল্পের সবকয়টি অ্যাকাডেমিক সাইট বাংলাদেশ সরকারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল (বিএনএমসি) এবং ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব মিডওয়াইভসের স্বীকৃতি নিয়েই তাদের কাজ পরিচালনা করছে। বর্তমানে দেশের ছয়টি বিভাগে সাতটি একাডেমিক সাইটের মাধ্যমে প্রকল্পটি তার মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অ্যাকাডেমিক সাইটগুলো হলো– ঢাকা, সিলেট (২টি), ময়মনসিংহ, খুলনা ও দিনাজপুরে। যার মধ্যে ঢাকার একাডেমিক সাইটটি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ সরাসরি পরিচালনা করে। আর বাকিগুলো বিভিন্ন এনজিও সংস্থার সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে।